যুগান্তর

তারিখ : 19 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৩

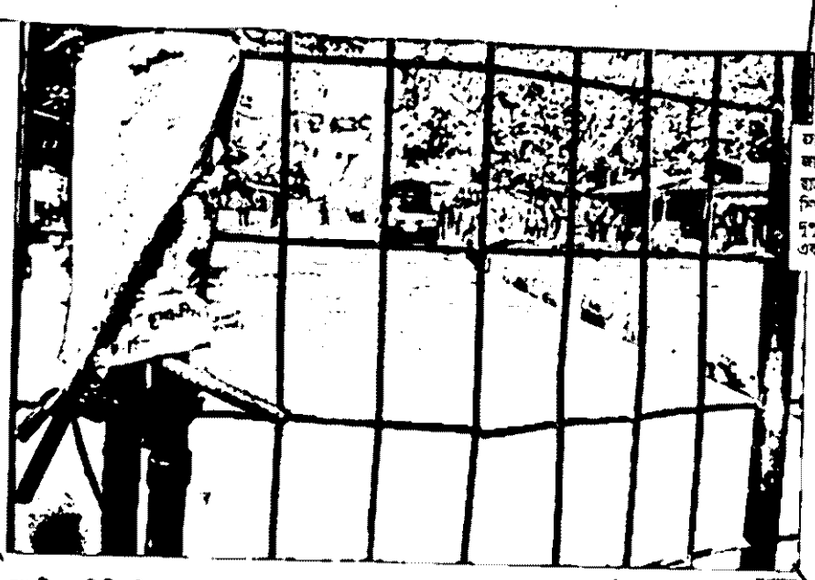

ছাত্রলীগের দ্বিতীয় দিনের অবরোধের সময় তালাবদ্ধ চবি গেট, গতরাতেই এ তালা খুলে দেয়া হয়েছে যুগান্তর

ছাত্রলীগের রাশ টেনে ধরার চেষ্টা : সব শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ঢাকায় তলব

চবির তালা খুলে দেয়া হয়েছে, জাবিতে কার্যক্রম স্থগিত, জবি শাখাকে সতর্কতা

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এখনও উত্তপ্ত। রোববারও পুরোপুরি অচল ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। তবে উচ্চপর্যায়ের নির্দেশে রাত ১০টায় ছাত্রলীগ অবরুদ্ধ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ফটকের তালা খুলে দিয়েছে। ৪৭ ঘণ্টা পর তারা এ অবরোধ তুলে নিল। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুটি অংশ মুখোমুখি অবস্থান করছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও উভয় গ্রুপ পৃথক মহড়া দিয়েছে। আধিপত্য বিস্তার এবং উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে শনিবার এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘাত হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রোববার ছাত্রলীগের জাহাঙ্গীরনগর ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটির কার্যক্রম এক মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। আর সতর্ক করা হয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিকে। তবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এদিকে শিক্ষাঙ্গনে চলমান অস্থিরতা মোকাবেলায় দলীয় পরিচয় বিবেচনা করা

হবে না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ। রোববার দুপুরে রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে টেলিকম ভবন অডিটোরিয়ামে এক মতবিনিময় সভার পর বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। সোহেল তাজ বলেন, শিক্ষাঙ্গনে যারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে, দলমত নির্বিশেষে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। অস্থিরতা দমন করার বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন দল দেখা হবে না। সারাদেশে ছাত্রলীগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল ও মারামারির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র থেকে রাশ টেনে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। এদিকে ক্যাম্পাসে চেষ্টা : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

চেষ্টা : টেনে ধরার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার পরিবেশ বজায় এবং সহাবস্থান নিশ্চিতের ইস্যুকে সামনে রেখে ছাত্রলীগের সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ঢাকায় তলব করা হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক ফোনে যুগান্তরকে জানান, সব বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধান কলেজ শাখাকে নিয়ে তারা দু'একদিনের মধ্যে বসছেন। সবাইকে ঢাকায় ডাকা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ ক্যাম্পাসে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলা প্রতিরোধে পুলিশকে কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল দেখা হবে না। আইন সবার জন্য সমান।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

শুক্রবার গভীর রাত থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দুটি গ্রুপ হল দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থানকারী অংশটি ক্যাম্পাসে ফিরলে ভেতরে অবস্থানকারী অঘন ও আজিবুর গ্রুপ তৎপর হয়ে ওঠে। মুখোমুখি অবস্থান নেয় দুটি অংশ। যার রেশ ধরে শুক্রবার উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় প্রায় ২০ রাউন্ড গুলিবিনিময়ের ঘটনাও ঘটে। বিষয়টি জাতীয় দৈনিকে বহুল সমালোচনার সৃষ্টি করে। এ পরিস্থিতিতে রোববার দুপুরে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি জাবি ছাত্রলীগের সব ধরনের কার্যক্রম এক মাসের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে।

তবে এ সিদ্ধান্ত জানার পরপর বঙ্গবন্ধু হল ও ভাসানী হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা স্লোগান ধরে। তারা আবার হামলা করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত হচ্ছে— এ খবরে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক নাসিরউদ্দিন দুপুরে যুগান্তরকে জানান, ক্যাম্পাসে দুটি অংশের মুখোমুখি অবস্থান রোববারও রয়েছে। বিকালে সবকে নেতাদের নিয়ে সমঝোতা বৈঠকের কথা জানান তিনি।

দাবি করেন, ছাত্রলীগের অপর অংশটি ছাত্রদল ও শিবির সমর্থনপুষ্ট। তারা ছাত্রদলসহ অন্যান্য দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা আপনাদের রাজনীতি করুন। ছাত্রলীগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করবেন না। ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসকে যে কোন মূল্যে শিবিরমুক্ত রাখতে বদ্ধপরিকর। তারা ছদ্মবেশী শিবির কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ক্যাম্পাসে শিবিরের এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করলে তা কঠোর হস্তে দমন করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ নাসের জনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সোহেল পারভেজ, যুগ্ম সম্পাদক মনোজ মণ্ডল জয়, মাহফুজুর রহমান, জাহিদ পারভেজ প্রমুখ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, ছাত্রলীগের লাগাতার অবরোধে সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। অবরোধের দ্বিতীয় দিন রোববারও কোন বিভাগে ক্লাস কিংবা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। বন্ধ থাকে সব প্রশাসনিক কার্যক্রমও। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসহ সব একাডেমিক ভবন ও প্রশাসনিক ভবনে এখনও ছাত্রলীগ কর্মীদের লাগিয়ে দেয়া তালা ঝুলছে। বিশ্ববিদ্যালয় শাটল ট্রেন চলাচল করলেও শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কোন বাস চলাচল করতে পারেনি। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম বদিউল আলমের পদত্যাগের দাবিতে ছাত্রলীগ শনিবার থেকে এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করছে। এদিকে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, জামায়াত-শিবিরপ্রীতির অভিযোগে গত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে নিযুক্ত এ উপাচার্যের পদত্যাগের জন্য সংগঠনটির ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম আজ দুপুর ১২টায় শেষ হচ্ছে। এর মধ্যে উপাচার্য পদত্যাগ না করলে লাগাতার অবরোধের পাশাপাশি পরবর্তী কর্মসূচি আজ নির্ধারণ করা হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তবে

চবি ছাত্রলীগ সভাপতি সোহেল পারভেজ জানান, কার্যক্রম স্থগিতের ঘোষণায় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মন খারাপ হলেও সিদ্ধান্তটি তারা মেনে নিয়েছেন।

দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগ নেতারা

ছাত্রলীগের দাবির মুখে পদত্যাগ না করার কথা জানিয়েছেন উপাচার্য ড. বদিউল আলম। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। সরকারের নিয়মতান্ত্রিক যে কোন সিদ্ধান্ত মানতে প্রস্তুত বলেও জানান তিনি।

পদত্যাগে উপাচার্যের অস্বীকৃতির প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] এবং ক্যাম্পাসে [illegible] পরিবেশ [illegible] জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন বঙ্গবন্ধু জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ। নিয়োগ দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করার লক্ষ্যে জামায়াত-বিএনপি জোট কর্তৃক নিয়োগকৃত উপাচার্য অধ্যাপক বদিউল আলমের অপসারণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। এছাড়া অপসারণ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত তিনি যাতে কোনভাবে সিন্ডিকেট সভা করতে সমর্থ না হন সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও তারা সরকারের কাছে জোর দাবি জানান। রোববার সন্ধ্যায় চবি ক্লাবে (শহর) অধ্যাপক ড. ইরশাদ কামাল খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংগঠনটির স্ট্যান্ডিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এসব দাবি জানানো হয় বলে জানা গেছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

এদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপ রোববারও মহড়া দিয়েছে। দুপুরের দিকে উভয় অংশের নেতাকর্মীরা পৃথকভাবে ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক আবু হোসেন সিদ্দিক দুপুরে যুগান্তরকে জানান, তারা মঙ্গলবার ছাত্রলীগের উভয় অংশকে নিয়ে বসছেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড এবং সরকারের শীর্ষ পর্যায় চাচ্ছে ক্যাম্পাসে যে কোন মূল্যে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করুক। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের এই ইনটেনশনটি রক্ষা করা উচিত। এ সময় তিনি পুলিশের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে আর কোন ধরনের ঘটনা না ঘটে সে লক্ষ্যে রোববার বিকালে সংগঠনের এক জরুরি সভা হয়। সভা থেকে ক্যাম্পাসে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত উপেক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা, ডাকসু নির্বাচনের দাবি উত্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। সভা শেষে সংগঠনের শাখা সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপু বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল শাখাগুলোকে তারা চারটি ভাগ করে সিনিয়র নেতাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। তারা শান্তি-শৃংখলার বিষয়টি দেখবে। এই চারটি টিমের মধ্যে উত্তরপাড়ার সূর্যসেন, বঙ্গবন্ধু, জিয়া এবং শহীদুল্লাহ হল দেখবেন আজাদ, রেদন, টিটু, রুবেল, মামুন প্রমুখ দেখবেন। মুহসীন, এফ রহমান ও জহুরুল হক হল দেখবেন তরিকুল, মাসুদ, অংকুর প্রমুখ। এসএম ও জগন্নাথ হল দেখবেন নজরুল, রূপা সিদ্ধু, জয়দেব নন্দী, দেলনাজ এবং কার্জন হল পাড়ার তিনটি হলের টিমে রয়েছেন মনির, তমাল, লিটন, মেহেদী, সুমন প্রমুখ। তারা হলে হলে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্রশিবির কর্মীদের চিহ্নিত করার মাধ্যমে নব্য ছাত্রলীগ বের করবেন